সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৪
WEEKLY BOOKLET:364

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর বাণীসমূহের নির্বাচিত পুষ্পধারা:

# আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কুসংস্কারের ব্যাপারে ২০টি প্রশ্নোত্তর

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কুসংস্কারের ব্যাপারে ২০টি প্রশ্নোত্তর

**দোয়ায়ে খলিফায়ে আত্তার:** হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কুসংস্কারের ব্যাপারে ২০টি প্রশ্নোত্তর"** পুস্তিকাটি পড়ে বা বা শুনে নিবে তাকে কুসংস্কার ও অপবাদ থেকে রক্ষা করো এবং তার পিতামাতাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ একদিন বাগদাদের মহান আলিম হযরত আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর নিকট তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে মুসাফাহা করলেন এবং কপালে চুম্বন করে খুবই সম্মান সহকারে বসালেন। উপস্থিত লোকেরা আরয করলো: হুযুর! আপনি এবং বাগদাদবাসীরা তাঁকে পাগল বলে আসছে আর আজ তাঁকে এতো সম্মান করা হচ্ছে কেনো? উত্তর দিলেন: আমি এমনিতে এমনটি করিনি, !اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজরাত আমি স্বপ্নে এই ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য দেখলাম যে, হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন নবী



www.dawateislami.net

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং কপালে চুমু দিয়ে নিজের পাশে বসালেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিবলীর প্রতি এই পরিমাণ স্নেহ কি কারণে? আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করলেন:) সে প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াতটি পড়ে:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

**(পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮)**

আর এর পর আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে। **(আল কওলুল বদী', ৩৪৬ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রশ্ন:** আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার চালু রয়েছে, যেমন; সামনে দিয়ে কালো বিড়াল হেঁটে চলে গেলো তবে এমন হবে, কাক ডাকলো তবে এমন হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা বলুন যে, এই ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে কি বলে?

**উত্তর:** কুসংস্কার হারাম। **(আত তরিকাতুল মুহাম্মদীয়া, ২/১৭ পৃ:)** দুনিয়ায় একটি অমুসলিম জাতি রয়েছে, যারা কালো বিড়ালের ব্যাপারে কুসংস্কার গ্রহন করে থাকে, এমনকি সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি কোন সফরে বের হয় আর সামনে দিয়ে কোন কালো বিড়াল চলে যায় তবে তারা অন্য দিকে ফিরে যায় এবং ধরে নেয় যে, যদি এখন সফর করি তাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে, কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে কিছু মুসলমান তাদের সাথে থাকতে থাকতে কালো বিড়ালের কুসংস্কার গ্রহন করা শুরু করে দিয়েছে। যদি কোন ভালো কাজে কখনো অলুক্ষনে কাজ



www.dawateislami.net

হয়ে যায় তবে সেই কাজ দ্রুত করে নেয়া উচিত, যেমন; আপনি কাফেলায় সফর করছেন আর কালো বিড়াল কাফেলায় সফরকারী প্রত্যেকের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলো আর একবার নয় বরং ১০০বারও যদি অতিক্রম করে তারপরও আপনি সফর অব্যাহত রাখুন اِنْ شَآءَ الله বেশি সফলতা আসবে, তো এভাবেই কুসংস্কার দূর করতে হবে।

আমি একবার কোথাও যাচ্ছিলাম আর আমার সামনে দিয়ে কালো বিড়াল হেঁটে গেলো আর আমি আমার সফর অব্যাহত রাখলাম এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় আজকে আমি আপনাদের সাথে বসে আছি সুতরাং কালো বিড়াল দেখে কুসংস্কার গ্রহন করা আমাদের নয় অমুসলিমদের আকিদা এবং ইসলামে এরূপ কুসংস্কার হারাম।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/১০৯ পৃঃ)**

**প্রশ্ন:** ১৩ সংখ্যাটিকে অলুক্ষনে মনে করে তা থেকে কুসংস্কার গ্রহন করা কেমন? এবং সফর শরীফের মাসকে অলুক্ষনে মনে করে বিবাহ না করা কেমন?[১]

**উত্তর:** আজকাল লোকেরা ১৩ সংখ্যাটিকে অশুভ মনে করে আর তা থেকে কুসংস্কার গ্রহন করে থাকে। ১৩ সংখ্যাটির কথা কি বলবো, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়তের ঘোষণা করার পর ১৩ বছর যাবৎ মক্কায়ে মুকাররমাকে তাঁর কদম চুম্বন করার সৌভাগ্য দান করেছেন, এরপর ১০ বছর পর্যন্ত মদীনায়ে মুনাওয়ারার বাতাসকে চুল মুবারক চুম্বন

১. এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র বিভাগের পক্ষ থেকে হয়েছে আর আমীরে আহলে সুন্নাত এর উত্তর প্রদান করেছেন।



www.dawateislami.net

করার সৌভাগ্য দান করেন, সুতরাং ১৩ সংখ্যাটি মন্দ নয়। **(বুখারী, ২/৫৯০ পৃ:, হাদিস: ৩৯০২। মুসলিম, ৯৮৪ পৃ:, হাদিস: ৬০৯৭)** অনুরূপভাবে লোকেরা সফর মাসকে অশুভ বলে থাকে, জানিনা তাদের কী হয়ে গেলো? যেখানে খাতুনে জান্নাত হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ও মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাদী মুবারক সফর মাসে হয়েছিলো। **(আল কামিল ফিত তারিখ, ২/১২ পৃ:)** আর এই বেচারাগণ সফর মাসে বিবাহ করে না, কারণ এটাকে অশুভ মাস বলে অথচ মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ স্বয়ং রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপস্থিতিতে হয়েছে সুতরাং সফর মাসে বিবাহ করা উচিত বরং ধূমধামের সাথে করা প্রয়োজন যাতে মানুষের কুসংস্কারের মনোভাব ভেঙ্গে যায়।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫০৬ পৃ:)**

## ১৩ সংখ্যাটির ব্যাপারে মানুষের ভুল ধারণা

অনেক লোক "১৩" নম্বরকেও অশুভ মনে করে এবং "১৩" নম্বর লিখে না এমনকি রুমে ও সিটেও "১৩" নম্বর লিখে না, এটাও অজ্ঞতার কারণে নতুবা "১৩" নম্বর মন্দ নয়, অনেক ভালো এবং এর অনেক নিসবত রয়েছে, যেমন; মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বেলাদতের তারিখও ১৩ রজব। **(নুরুল আবছার ৮৫ পৃ:)** অনুরূপভাবে বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর সংখ্যা ৩১৩ ছিলো **(তিরমিযী, ৩/২২০ পৃ:, হাদিস: ১৬০৪)** এবং আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিনও ১৩ যিলহজ্ব যে, ৯ যিলহজ্ব থেকে ১৩ যিলহজ্ব আসর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরিক পড়া হয়ে থাকে। **(দুররে মুখতার, ৩/৭১,৭৫ পৃ:)** ১৩ তারিখে যদি কারো পুত্র সন্তান হয় তবে



www.dawateislami.net

مَعَاذَ الله তাকে কি ফেলে দিবে যে, অশুভ তারিখে জন্ম নিয়েছে? কখনো নয়, অতএব ১৩ সংখ্যাটি অনেক ভালো। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/১১০ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** কিছুলোক এভাবে কুসংস্কার গ্রহন করে যে, আমাদের ঘরে অমুক জিনিস রান্না করলে তবে কেউ না কেউ অসুস্থ হয়ে যায় অথবা বিপদ আসে, এমন লোকদের কিভাবে বুঝানো উচিত?

**উত্তর:** ইসলামে অশুভ কোন কিছু নেই বরং শুভ আছে আর কুসংস্কার হলো নাজায়িয এবং গুনাহের কাজ। **(আত তরিকাতুল মুহাম্মদীয়া, ২/১৭ পৃ:)** প্রতিটি গোত্র, প্রতিটি গোষ্টি, প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি শহর এবং প্রতিটি দেশে আলাদা আলাদা কুসংস্কার পাওয়া যায়, যা সবগুলো ধোঁকা আর শরয়ীভাবে কোন ভিত্তি নেই। লোকেরা যেভাবে কুসংস্কার গ্রহন করে থাকে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে এরকম হয়ই না। প্রশ্নে খাবারের ব্যাপারে কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যথায় সাধারণত অমুকদিন, অমুক তারিখ ও সফর মাস ইত্যাদি অনেক বিষয়ে কুসংস্কার গ্রহন করে থাকে, যা কাফিরদের থেকেই আসছে।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫০৪ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** আমাদের ঘরের জানালায় প্রতিদিন দুইটি কাক লোহার তার নিয়ে আসে আর তা দিয়ে কিছু বানিয়ে থাকে, যদি কেউ তাড়ানোর চেষ্টা করে তবে এরা তার উপর হামলা করে বসে এবং জোরে জোরে চিল্লাতে থাকে। আগেও এরকম হয়েছিলো আর আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো এখন আবারও এরকম হয়েছে আর আমার আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে এটার কারণ কি? লোকেরা বলছে কাক হলো শয়তানী প্রাণি সেগুলোকে তাড়ানো উচিত নয়, এখন আমরা কি করবো আপনি এর কোন সমাধান বলে দিন?



www.dawateislami.net

**উত্তর:** কাক শয়তানী মাখলুক নয়। অবশ্য একে শরয়ী পরিভাষায় দুষ্ট বলা হয়। **(বুখারী, ১/২০৪ পৃ:, হাদিস: ১৮২৯)** অতএব আল্লাহ পাক ভালো জানেন যে, আপনার মা বাবা আসলেই কি ঐ কাকের কারণে অসুস্থ হয়েছে নাকি স্বাভাবিকভাবে অসুস্থ হয়েছেন, নাকি নফসের প্রভাবের কারণে অন্তরে এই বিষয়টি গেঁথে নিয়েছে যে, এখন যেহেতু কাক এসে গেছে নিশ্চয় কেউ যাদু করিয়েছে, হয়তো সে কারণে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি ইত্যাদি। আপনি দাওয়াতে ইসলামীর রুহানী চিকিৎসা মজলিসের স্টল থেকে এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাবিয নিয়ে ঘরে ঝুলিয়ে দিন এবং মা বাবা বরং ঘরের সমস্ত লোককে পড়িয়ে দিন। আল্লাহ পাক বিপদ থেকে আপনাকে মুক্তি দান করবেন। [১]

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৪৩৫ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** মুরগ তো ডাক দেয়, কিন্তু মুরগি ডাক দেয় না কেনো?

**উত্তর:** মুরগ ফেরেশতাদের দেখে ডাক দিয়ে থাকে। **(বুখারী, ২/৪০৫ পৃ:, হাদিস: ৩৩০৩)** এজন্য যখন মুরগ ডাক দেয় তখন আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের দোয়া করা উচিত। তবে মুরগি ডাক দেয় না, কিন্তু যদি কখনো মুরগি ডাক দিয়ে দেয় তবে মানুষের এই ভুল ধারণা হয়ে

---

১. হযরত ইমাম মুহাম্মদ আফেন্দী রুমী বিরকালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কুসংস্কার গ্রহন করা হারাম এবং শুভ লক্ষণ ও ভালো ধারণা নেয়া মুস্তাহাব। **(আত তরিকাতুল মুহাম্মদীয়া, ৩/১৭৫-১৮৯ পৃ:)** যদি কেউ অশুভ লক্ষণের খেয়াল অন্তর আসার সাথেই সাথেই সেটাকে বাদ দিয়েছে তার জন্য কোন অসুবিধা নেই কিন্তু যদি সে কুসংস্কারের প্রভাবের উপর বিশ্বাস রাখে আর সেই বিশ্বাসের উপর সেই কাজ থেকে দূরে থাকে তাহলে গুনাহগার হবে, যেমন; কোন জিনিসকে অশুভ মনে করে সফর অথবা ব্যবসা থেকে এটা ভেবে বিরত রইলো যে এখন আমার ক্ষতিই হবে তাহলে সে গুনাহগার হবে। **(অশুভ প্রথা, ১৩ পৃ:)**



www.dawateislami.net

যায় যে "এই মুরগিটি অলুক্ষনে" যার কারণে মানুষ একে জবাই করে দেয়। এরকম চিন্তাধারা হওয়া উচিত নয় আর না মুরগিকে অলুক্ষনে বলা উচিত, কেননা কুসংস্কার গ্রহন করা গুনাহ। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াতের পাদটিকা: ১৩২, ৯/১১৯ পৃ:)** মুরগি তো ভালই হয়ে থাকে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১০/২৬ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** যদি মুরগি ডাক দেয়া শুরু করে তবে কি এর ডিম ও মাংস খেতে পারবে?

**উত্তর:** যেই মুরগি ডাক দেয় তার ডিম ও মাংস খাওয়া অবশ্যই জায়িয। অনেক লোক এমন মুরগিকে অশুভ মনে করে জবাই করে দেয় অথচ এটা কুসংস্কার এবং কুসংস্কার গ্রহন করা শরয়ীভাবে জায়িয নেই। সাধারণ লোকদের মধ্যে এমন আরও অনেক কথার প্রচলন রয়েছে, যেমন; সফর মাস বা কোন বিশেষ তারিখকে অশুভ মনে করা, বিড়ালের ডাক অথবা চোখের কাঁপনকে কোন বিপদ আসার কারণ বানানো ইত্যাদি ইত্যাদি এসব বিষয় কুসংস্কারের অংশ যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এই জাতীয় কুসংস্কার ও বাতিল চিন্তাধারার বিষয়ে জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার ১২৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "অশুভ প্রথা" অধ্যয়ন করুন।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৭৬ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** শুনলাম যে সফর শরীফের শেষ বুধবার মৃতদের উপর ভারী থাকে। এই কথাটি কি সঠিক?

**উত্তর:** نَعُوْذُ بِاللّٰہِ! যদি আপনি এরকম শুনে থাকেন তবে ভুল শুনেছেন। সফরের প্রথম বুধবার না কারো উপর ভারী আর না শেষ বুধবার



www.dawateislami.net

ভারী। সফরের কোন দিন, কোন ঘন্টা বরং কোন ক্ষণও কারো উপর ভারী নয়। অবশ্য সেই সময়টি মানুষের জন্য অশুভ হয়ে থাকে যাতে সে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে এবং সেই সময়টি অনেক আনন্দময় হয়ে থাকে, যাতে সে নেকী করে থাকে অথবা আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে থাকে। [১] **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১০/১২৪ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** আমি আমার ওস্তাদের কাছে শুনেছি যে, মঙ্গলবারে কাঁচি ব্যবহার করা উচিত নয় আর না খালি কাপড়ের উপর কাঁচি ব্যবহার করবে, কেননা এটা অলুক্ষনে হয়ে থাকে, এটার বাস্তবতা কি?

**উত্তর:** মঙ্গলবার কাঁচি ব্যবহার করা বা কাপড় কাটা অলুক্ষণের কারণ নয়।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১০/৫৫২ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** যদি কারো গোছানো কাজ নষ্ট হয়ে গেলো, তবে লোকেরা বলে যে, হে ভাই! তোমার নক্ষত্র তো ঘুরছে, এরূপ বলা কি ঠিক? এবং এটাও বলে দিন যে, নক্ষত্র কি ঘুরে?

**উত্তর:** "নক্ষত্র ঘুরতে থাকে" একটি প্রবাদ মাত্র, নতুবা নক্ষত্র তো কক্ষপথেই থাকে, থেমে যায় এটা প্রবাদেও নেই। এরকমও বলা হয় যে, আপনাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। অনেক সময় বিপদ ও পেরেশানীর একটি সময় অতিবাহিত হয়, যাতে মানুষ এটা বলে

---

১. হযরত আল্লামা ঈসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সময়ের প্রতিদান বাস্তবিক ক্ষেত্রে সমান আর সেগুলোর মধ্যে মতভেদ নেই, অবশ্যই সেসব প্রতিদানের মধ্যে যেটাতে নেকী বা গুনাহ সংগঠিত হয় সেটার মধ্যে মতভেদের কারণে সময়ের প্রতিদানের মধ্যে মতভেদ হয়ে থাকে, তো জুমার দিন নেক কাজ সম্পাদনকারীর দিক দিয়ে সৌভাগ্যের দিন আর গুনাহ সম্পাদনকারীর দিক দিয়ে (তার জন্য) অলুক্ষনে।

**(তাফসীরে রুহুল বয়ান, পারা: ২৪, সূরা: হা মীম সিজদা, আয়াতের পাদটিকা: ১৬, ৮/২৪৪ পৃ:)**



www.dawateislami.net

থাকে যে "দোস্ত আগে তো মাটিতে হাত রাখলে স্বর্ণ হয়ে যেতো আর এখন স্বর্ণে হাত রাখলে মাটি হয়ে যাচ্ছে। " এহেন অবস্থায় এই প্রবাদটি বলা হয়ে থাকে। যখন ভালো অবস্থায় থাকে তখন সাধারণত বান্দা উদাসিনতার শিকার হয়ে যায়, কিন্তু যখন বিপদের সময় আসে তখন তার আল্লাহ পাকের কথা মনে পড়ে যায়, এভাবে বিপদ অনেক লোকের জন্য নেয়ামত হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং তাদের জীবনে Turning Point (পরিবর্তনের সময়) এসে যায়, অতঃপর সে আল্লাহ পাকের দরবারে ঝুকে যায় যে, আমার প্রতিপালক বিপদ দূর করে দিবেন। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/২৫৩ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** নক্ষত্রের ভালো বা মন্দ প্রভাবের উপর বিশ্বাস রাখা কেমন?

**উত্তর:** নুজুম শব্দটি নাজমের বহুবচন আর নুজুম থেকেই নুজুমী (তথা জ্যোতিষী) শব্দটির উৎপত্তি, যারা নক্ষত্রের বিষয়াদি বলতো। হতভাগা স্বল্প জ্ঞানের লোকেরা জ্যোতিষীদের ফাঁদে পড়ে থাকে অথচ তাদের কাছে যাওয়ারও অনুমতি নেই। [১] সমাজে নক্ষত্র সম্পর্কেও কুসংস্কারে ছড়াছড়ি রয়েছে। [২]

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫০৫ পৃ:)**

---

১. নক্ষত্র থেকে সময়সীমা গ্রহন করা এবং কক্ষপথ নির্ধারণ করা জায়িয, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ **(পারা: ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ১৬)** (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নক্ষত্রসমূহের সাহায্যেও তারা পথ পায়। ) কিন্তু সেগুলো দ্বারা বৃষ্টি ইত্যাদির প্রভাব মান্য করা এবং সেগুলো দ্বারা অদৃশ্য বিষয়ে জানা হারাম, সুতরাং জ্যোতি বিদ্যা বাতিল, সময়ের জ্ঞান হক। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৫০৩ পৃ:)**

২. আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কাওয়াকিবে ফলকী (অর্থাৎ আসমানী নক্ষত্ররাজির) প্রভাব সা'দ ও নুহুস (অর্থাৎ ভালো ও অলুক্ষনে প্রভাব) এর উপর বিশ্বাস (অর্থাৎ ভরসা) রাখা☞



www.dawateislami.net

**প্রশ্ন:** নক্ষত্রের ভাগ্যের উপর কি কোন প্রভাব হয়ে থাকে?

**উত্তর:** জি না! এরকম চিন্তাভাবনা করাও উচিত নয়। **(মুসলিম, ৯৪৪ পৃ:, হাদিস: ৫৮১৯)** এই যে Palmist (হাত গণক) ইত্যাদি হয়ে থাকে, এদের ধান্ধায় কখনো পড়বেন না! টাকাও যাবে আর আপনি প্রতরণার শিকার হবেন। ব্যস এই মানসিকতাই বানিয়ে নিন আল্লাহ পাক যা চাইবেন তাই হবে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/২৫৪ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** চোখের কাঁপন থেকে ভালো বা মন্দ লক্ষণ গ্রহন করা কেমন?

**উত্তর:** ভালো ধারণা নেয়া জায়িয তবে কোন ভালো জিনিস থেকে মন্দ ধারনা নেয়া জায়িয নেই। যেমন বাম চোখ কাঁপলে এই কুসংস্কার গ্রহন করা যে, কোন বিপদ ইত্যাদি আসবে তাহলে এটা না জায়িয।

**(বদ শুগুনী, ১২০ পৃ:, আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৭১ পৃ:)**

---

☜কেমন? তিনি উত্তর দিলেন: মুসলমান মুতি' (অর্থাৎ আনুগত্যশীল মুসলমান) এর জন্য কোন জিনিস নুহুস (অর্থাৎ অলুক্ষনে) নয় এবং কাফিরদের জন্য কিছু সা'দ (অর্থাৎ ভালো) নয় আর মুসলমান আসী (অবাধ্য মুসলমানের জন্য) তার ইসলাম সা'দ (অর্থাৎ শুভকামী)। ত্বায়াত (অর্থাৎ ইবাদত) কবুল হওয়ার শর্তে সা'দ (শুভকামী)। মা'সিয়্যত (অর্থাৎ গুনাহগার) জন্য নুহুস (অর্থাৎ অলুক্ষনে) যদি রহমত ও শাফায়াত তাকে অলুক্ষণ থেকে বাঁচিয়ে নেয় বরং অলুক্ষণকে খুশিতে রুপান্তর করে দেয়

(فَاُولٰٓىٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ)

**(পারা: ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত: ৭০)**

(**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "তো এমন লোকদের মন্দ কাজগুলোকে আল্লাহ সৎকর্মসমূহে পরিবর্তিত করে দিবেন।" বরং কখনো গুনাহ হয় তো এরকম সৌভাগ্য হয় যে বান্দা সেটার উপর ভীতসন্ত্রস্ত ও তাওবা করে নেয়, সেটা মুছে গিয়ে অনেক হাসানাত (অর্থাৎ নেকী) মিলে যায়, সুতরাং নক্ষত্রের মধ্যে শুভ আ অশুভ কোন কিছু নেই আর যদি সেগুলো দিয়ে স্বয়ং মুয়াচ্ছির (অর্থাৎ প্রভাবকারী) শিরক করে এবং সাহায্য চায় তবে হারাম, নতুবা তাদের ফয়সালা অবশ্যই তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি।

**(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ২১/২২৩ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** ঘরে কাঁচের কোন বস্তু ভেঙ্গে গেলে তবে লোকেরা বলে যে, কোন ভালো খবর আসবে অথবা কিছুলোক বলে থাকে; কোন বড় বিপদও আসতে পারে, এসব কথার কি ভিত্তি আছে?

**উত্তর:** কাঁচের কোন বস্তু ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে এমন কথাবার্তা আমার জানা নেই। আর না এমন কথা কোথাও পড়েছি এবং না ওলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে শুনেছি। ব্যস সাধারণ লোকদের মধ্যে এমন অনেক ভিত্তিহীন কথা চালু আছে, হতে পারে এর মধ্যে এটাও একটি। অবশ্য কাঁচের কোন জিনিস ভেঙ্গে যাওয়াতে এমন চিন্তাভাবনা করতে কোন অসুবিধা নেই যে "হয়তো কোন বড় বিপদ আসার ছিলো সেটা ছোট বিপদের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। " এরকম মনে করাটা আল্লাহ পাকের উপর ভরসা ও ভালো ধারণা রাখাই, যাতে কোন ক্ষতি নেই। তেমনিভাবে প্রতিটি বিপদ দ্বারা বড় বিপদ তো হয়েই থাকে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/১২৫ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** একটি পরিবারের কিছুলোকের বিবাহ কি একসাথে হতে পারে? অনেক লোক এটাকে ক্ষতির কারণ মনে করে, আপনি এই ব্যাপারে সমাধান দিন যে, এমনটি মনে করা কি সঠিক?

**উত্তর:** একই সময়ে ভাই-বোন একসাথে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোন অলুক্ষনে বা ক্ষতি নেই, তিনজন হোক বা তিনশত তেরো! ইসলামে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। এসব শুধুমাত্র মানুষের চিন্তাধারা যে, তিনটি বিবাহ একসাথে করা ক্ষতির কারণ, অথচ বর্তমানে যেভাবে গান বাজনা সহকারে ও ঘরের মহিলাদের নাচিয়ে বিবাহ হয়ে থাকে, সেভাবে তো একটি বিবাহতেও ক্ষতি, অতঃপর তিনটি বিবাহে কি



www.dawateislami.net

পরিমাণ ক্ষতি হবে? মনে রাখবেন! ক্ষতি বিবাহে নয় তাতে হওয়া গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে। স্পষ্টতঃ যখন গুনাহপূর্ণ বিবাহ হবে তখন আল্লাহ পাকের রহমত অবতির্ণ হবে না, বরং রহমতের দরজা বন্ধ হবে যেটাই ক্ষতির কারণ। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৭/৪৬০ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** এটা কি সঠিক যে, দোকান বা ব্যবসার স্থানে নখ কাটার কারণে অলুক্ষনে হয়? এবং রাতে কি নখ কাটতে পারবে?

**উত্তর:** নখ কাটা অলুক্ষনে কাজ নয় বরং সুন্নাত পালন ও শরীয়তের হুকুমের উপর আমলের নিয়্যতে কাটলো তো সাওয়াবও পাবে। যদি নখ কাটার কারণে দোকানে অলুক্ষন দেখা দেয় তাহলে ঘরেও কাটবেন না, কেননা সেখানেও অলুক্ষন দেখা দিবে। অতএব নখ কাটা অলুক্ষনের কারণ নয় বরং ৪০ দিনের ভিতর কাটা সুন্নাত। যদি ৪০ দিনের চেয়ে বেশি হয়ে গেলো আর এখনো নখ না কাটে তবে বান্দা গুনাহগার হবে এবং রাতেও নখ কাটা জায়িয। সাধারণ লোকের মধ্যে এই ভুলটি প্রচলন রয়েছে যে, রাতে নখ কাটা নিষেধ।
**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৩৪২ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** যদি কোন ব্যক্তির এই মানসিকতা থাকে যে, "'যদি তাকে পেছন থেকে কেউ ডাকে তাহলে তার অমুক কাজে সমস্যা হবে" এরকম চিন্তাধারা রাখা কেমন?

**উত্তর:** এরকম চিন্তাধারা কুসংস্কার, এটা থেকে তাওবা করা জরুরী।
**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২৩৫ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** আমার বাম চোখ কাঁপছে এর জন্য কোন দোয়া ইত্যাদি বলে দিন, যার ফলে আমার রোগ দূর হয়ে যাবে?



www.dawateislami.net

**উত্তর:** কিছুলোক বাম চোখের কাঁপুনি থেকে কুসংস্কার গ্রহন করে থাকে, এরকম কিছুই না, এর দিকে মনযোগই দিবেন না, তবে শান্তিতে থাকবেন। "আয়াতুল কুরসী" প্রত্যেক নামাযের পর একবার পাঠ করুন আর যখন এই শব্দে পৌঁছে যাবেন (وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا)[১] **(পারা: ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৫)** তখন উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ চোখের উপর রেখে এই শব্দটি এগারবার পাঠ করুন এরপর উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহের উপর ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে নিন। যদি আয়াতুল কুরসী মনে না থাকে তবে ১১ বার "يَا نُوْرُ" পাঠ করে হাতের আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিন। একইভাবে চোখের জন্য এই অযিফাটিও উপকারি:

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

**(পারা: ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত: ২২)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "অতঃপর আমি তোমার উপর থেকে তোমার পর্দা অপসারণ করেছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি স্পষ্ট। "

এটা পড়ে উভয় হাতের উপর ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে দিন, আল্লাহ পাক চান তো চোখ কাঁপানো বন্ধ হয়ে যাবে।

**(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৮/১০০ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** বিড়াল যখন কান্না করে তখন এর দ্বারা কি ঘটে?

**উত্তর:** বিড়ালের কান্না থেকে কুসংস্কার গ্রহন করা উচিত নয়। বিড়ালদের কান্না করা থেকে এটা মনে করা যে, ব্যস কোন বিপদ আসবে, সুতরাং অমুক সফর বা অমুক ব্যবসা বাদ করে দিবো নতুবা

১. "আর তাঁর জন্য ভারী নয় এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। "



www.dawateislami.net

ক্ষতি হয়ে যাবে, তো আসলে এরকম কিছুই নয়। বিড়ালও কান্না করে, মানুষও কান্না করে আর বাচ্চারাও কাঁধে। এটা থেকে কুসংস্কার গ্রহন করার পরিবর্তে শিক্ষা নেয়া উচিত, যেমনটি একটি কিতাবে লিখা রয়েছে; যখন কান্না করবে তখন জাহান্নামীদের কান্নার কথা স্মরণ করো। **(মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/২১৮ পৃ:, নং: ২৫৩)** বাচ্চারা মনে হয় যেনো অসহায়ত্বের সাথে কান্না করছে, তো জাহান্নামেও অসহায়ত্বের সাথে কান্না করতে হবে। ব্যস আল্লাহ পাক এমন দয়া করুন আমরা যেনো জাহান্নামে না যাই যেখানে কান্না করতে হয়। আল্লাহ পাক দয়া করুন আমরা যেনো জাহান্নামে যেতে হয় এমন কাজ করার পরিবর্তে নেকীর কাজ করি। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/১৩৭ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** শুভ লক্ষণ গ্রহনের কিছু উদাহরণ বলে দিন।

**উত্তর:** ভালো লক্ষণ গ্রহন করা জায়িয। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াতের পাদটিকা: ১৩২, ৯৯/১১৯ পৃ:)** আর গ্রহন করাও উচিত। হাদিসে মুবারকায়ও এর আলোচনা রয়েছে। [১] যেমন; ভোর সকালে কোন ভালো মানুষের ফোন আসলো, তবে এটা থেকে লক্ষণ গ্রহন করা যেতে

---

১. হযরত বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বনু সাহম গোত্রের ৭০জন আরোহী নিয়ে উপস্থিত হলো তো রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কে? তিনি বললেন: বুরাইদা, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দিকে ফিরে বললেন: بَرَدَ اَمۡرُنَا وَ صَلَحَ আমাদের পরিবেশ শীতল আর ভালো হয়ে গেলো, অতঃপর বললেন: তুমি কোন লোকদের অন্তর্ভূক্ত? তিনি বললেন: আসলাম লোকদের , নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: سَلِمۡنَا, আমরা নিরাপত্তায় থাকবো, এরপর বললেন তুমি কোন গোত্রের? তিনি বললেন: বনু সাহম, নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: خَرَجَ سَهۡمُكَ (হে আবু বকর) তোমাদের প্রাপ্য বেরিয়ে এসেছে। **(আল ইসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, ১/২৬৩ পৃ:)**



www.dawateislami.net

পারে যে "আজকের দিনটা ভালো কাটবে। " ঘর থেকে বের হলো তার সাথে কোন নেককার ব্যক্তির সাক্ষাত হয়ে গেলো, এটা থেকেও শুভ লক্ষণ গ্রহন করা যেতে পারে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/৮৭ পৃ:)**

**প্রশ্ন:** গর্ভবতি কোন মহিলা বা তার কোন সন্তানের উপর সূর্যগ্রহন বা চন্দ্রগ্রহনের কী কোন প্রভাব পড়ে?

**উত্তর:** এই কথাটি অনেক প্রসিদ্ধ যে, মহিলারা চন্দ্রগ্রহনের দিন কাঁচি ব্যবহার করলে বাচ্চার ঠোঁঠ কেটে যাবে অথবা অমুক সমস্যা হয়ে যাবে ইত্যাদি। মনে রাখবেন! এমন যেসব বিষয় রয়েছে, শরীয়ত তা সমর্থন করে না, অবশ্য কখনো এমনটি হয়েও থাকে যে, বাস্তবে ঠোঁঠ কাটা বাচ্চার জন্ম হয়েছে, তবে লোকে বলে যে, এর মা চন্দ্রগ্রহনের সময় কাঁচি ব্যবহার করেছিলো অথচ এর কোন শরয়ী ভিত্তি নেই।

**আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নোত্তর এখানে শেষ হলো**

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

## কুসংস্কারের প্রকারভেদ

কুসংস্কার মানে হলো ধারনা করা অর্থাৎ কোন জিনিস, ব্যক্তি, আমল, আওয়াজ অথবা সময়কে নিজের জন্য ভালো বা মন্দ মনে করা। এটা মৌলিক ভাবে দুই প্রকার: (১) মন্দ লক্ষণ গ্রহন করা (২) ভালো লক্ষণ গ্রহন করা। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে কুরতুবীতে বলেন: ভালো লক্ষণ এটা যে, যেই



www.dawateislami.net

কাজের ইচ্ছা পোষণ করেছে সেটার ব্যাপারে কোন কথা শুনে দলিল গ্রহন করা, এটা তখন হবে, যখন কথাটি ভালো হয়, যদি মন্দ হয় তবে মন্দ লক্ষণ। শরীয়তে এই বিষয়ে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মানুষ লক্ষণ নিয়ে যেনো খুশি হয় আর নিজের কাজ খুশিমনে পরিপূর্ণ করে এবং যখন মন্দ কথা শুনে তখন সেটার দিকে মনযোগ না দেয় আর না সেটার কারণে নিজের কাজ ছেড়ে দিবে। **(আল জামে' লি আহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী, পারা: ২৬, আল আহক্বাফ, আয়াতের পাদটিকা: ৪, অংশ: ১৬, ৮/১৩২ পৃ:)** কুসংস্কার হারাম আর ভালো লক্ষণ গ্রহন করা মুস্তাহাব হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ আফেন্দী রুমী বেরাকলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আত তরিকাতুল মুহাম্মদীয়াতে লিখেন: কুসংস্কার গ্রহন করা হারাম ও ভালো লক্ষণ নেয়া অথবা ভালো লক্ষণ গ্রহন করা মুস্তাহাব। **(আত তরিকাতুল মুহাম্মদীয়া, ২/১৭,২৪ পৃ:)** আর প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: ইসলামে নেক ও শুভ লক্ষণ গ্রহন করা জায়িয, মন্দ লক্ষণ গ্রহন করা হারাম। **(তাফসীরে নঈমী, ৯/১১৯ পৃ:)**

**<u>গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা</u>:** না চাইতে অনেক সময় মানুষের অন্তরে মন্দ লক্ষণের খেয়াল চলে আসে এজন্য কোন ব্যক্তির অন্তরে অলুক্ষনীর খেয়াল আসতেই তাকে গুনাহগার বলা যাবে না কেননা শুধুমাত্র অন্তরে মন্দ খেয়াল এসে যাওয়ার ভিত্তিতে শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো কোন মানুষের উপর তার শক্তির চেয়ে বেশি বোঝা তুলে দেয়া এবং এই বিষয়টি শরীয়তের বিধানের পরিপন্থি। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৪০ পৃ:)**

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=



www.dawateislami.net

# সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

شیخِ طریقت আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مَدَّظِلُّهُ الْعَالِی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه / খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা


হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৩৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net